(iii) এই স্তরের ছেলেমেয়েরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা বা বিতর্ক-বিবাদ করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবে সেগুলির কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

(iv) জ্ঞানার্জনের দিক থেকে এই স্তর হল প্রকল্পভিত্তিক অবরোহী যুক্তির স্তর।

■ কৈশোরের চাহিদা (Needs of Adolescence) ঃ

কৈশোরে দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক এবং জ্ঞানমূলক পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যে, এই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা দেখা দেয়। শৈশবে বা বাল্যে চাহিদাগুলি মূলত জৈবিক অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়, কিন্তু কৈশোরে শুধুমাত্র জৈবিক অস্তিত্বই নয়, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু প্রকাশও তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন চাহিদা। কৈশোরে যেসব চাহিদা দেখা যায় সেগুলির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা নিম্নরূপ—

● ***(i) স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদা (Need for Freedom and Activity) ঃ*** কৈশোরে দেহে ও মনে পূর্ণতা আসায় তাদের মধ্যে যে-কোনো কাজ স্বাধীনভাবে করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই সময় আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা তৈরি হয় বলে তারা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে চায় এবং বয়স্কদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়।

কৈশোরের এই স্বাধীন ও সক্রিয় আচরণকে যথাযথ মূল্য দেওয়া উচিত। এই স্তরে পরিবারই একমাত্র তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে পারে এবং শৃঙ্খলা আরোপ না করে তারা যাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিয়মনীতি মানে সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। কারণ, স্বাধীনতাই হল স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা।

● ***(ii) আত্মপ্রকাশের চাহিদা (Need for self-expression) ঃ*** কৈশোরে ছেলেমেয়েরা নানা প্রক্ষোভের সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের তাগিদ প্রবলভাবে দেখা দেয়। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তারা বয়স্কদের সামনে বা দলের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা তার মূল্য উপলব্ধি করবে। এটা সে বিশেষভাবে কামনা করে। তাই লেখাপড়া, গানবাজনা, নাচ, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, অভিনয় বা অন্যান্য বিভিন্ন কাজে তারা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম খোঁজে।

এই সময় বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক বিভিন্ন কাজ এবং সৃজনশীল বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে কৈশোরের এই চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে।

● ***(iii) আত্মনির্ভরতার চাহিদা (Need for self-dependence) ঃ*** আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই কৈশোরে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চাহিদা দেখা

দেয়। উপার্জনক্ষম হয়ে স্বাধীন জীবনযাপনের প্রবল ইচ্ছা এই সময় দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়।

পরিবার ও বিদ্যালয় কৈশোরের ছেলেমেয়েদের বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করে তাদের এই চাহিদা পূরণ করতে পারে।

● ***(iv) নিরাপত্তার চাহিদা (Need for security)*** ঃ স্বাধীনতার চাহিদার পাশাপাশি এই সময় আর একটি চাহিদা দেখা দেয়, সেটি হল নিরাপত্তার চাহিদা। এই সময় কিশোর-কিশোরীরা আর্থিক ও পারিবারিক দিক থেকে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। বয়স্করা কখনও তাদের সঙ্গে বয়স্কদের মতো আচরণ করে আবার কখনও তাদের ছেলেমানুষ ভাবে। এই পরস্পরবিরোধী আচরণের জন্য তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই সময় বয়স্করা সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করলেই তাদের নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ হয়।

● ***(v) সামাজিক চাহিদা (Social Need)*** ঃ এই স্তরে সমাজজীবনের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। সমাজজীবনের বিভিন্ন অংশে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে আসায় বাইরের আহ্বান তাকে প্রবলভাবে টানে। এই সময় এরা তাই ক্লাব, ব্যান্ড বা নাটকের দল গঠন করে।

এই সময় পরিবার এবং বিদ্যালয় যদি তাদের দিয়ে বিভিন্ন যৌথকর্ম করায় তাহলে তাদের এই চাহিদা পূরণ হয়। যেমন—দল বেঁধে ভ্রমণ, চড়ুইভাতি, নাটক-অভিনয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি। এই জাতীয় কাজে নিযুক্ত থাকলে তাদের উদ্যমশীলতা নষ্ট হয় না বা অপসংগতিমূলক আচরণেরও কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

● ***(vi) নতুন জ্ঞানের চাহিদা (Need for new knowledge)*** ঃ এই সময় মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণ হওয়ায় বিশেষ আগ্রহের বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জানবার প্রবল ইচ্ছা তাদের মধ্যে দেখা যায়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন দিকের প্রতি তাদের ঝোঁক দেখা যায়। তারা নিজেরাই পর্যবেক্ষণ করে বা পড়াশোনা করে জানার তাগিদ অনুভব করে।

মাতাপিতা ও বিদ্যালয়ের উচিত এই সময় তাদের নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ করে দেওয়া। তারা যে বই পাঠ করছে বা পর্যবেক্ষণ করছে সেগুলি যেন তাদের উপযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। তাহলেই কৈশোরের জ্ঞানের চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হবে।

● ***(vii) দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা (Need for Adventure)*** ঃ জ্ঞানের চাহিদার ফলে কৈশোরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর-একটি চাহিদা দেখা

যায়, সেটি হল দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা। বয়স্কদের চোখে বা সমবয়সিদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরা এমন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে যা অন্যান্যরা এড়িয়ে যায়।

আত্মপ্রকাশের জন্য এই দুঃসাহসিক অভিযান তারা যাতে নিয়ন্ত্রিতভাবে করতে পারে সে বিষয়ে অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের লক্ষ রাখা উচিত। তাদের দিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে এমন কাজ করাতে হবে যাতে তাদের এই চাহিদা পূরণ হয়। যেমন—পাহাড়ে চড়া, বন্যাত্রাণে সাহায্য করা, রক্তদান এবং এই জাতীয় বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক কাজ।

● ***(viii) নীতিবোধের চাহিদা (Need for Moral sense) :*** কৈশোরে নীতিবোধের চাহিদাও দেখা যায়। ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ তাদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। নিজের এবং অপরের কাজকে নৈতিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে, নিজে নীতিবিরোধী কাজ করলেও তার মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়। তেমনি অন্যের অনৈতিক কাজকেও মেনে নিতে পারে না।

পিতামাতা এবং শিক্ষকের আচরণ যেন পরস্পরবিরোধী না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। তাদের ক্ষুদ্র জগৎটুকুতে যেন বাস্তবের সঙ্গে তাদের অন্তর্জগতের সার্থক সমন্বয় ঘটে সেটুকু খেয়াল রাখলে অনেকটাই এই চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়।

● ***(ix) যৌন চাহিদা (Sexual need) :*** কৈশোরে যৌনবোধ পরিপূর্ণ আকারে বিকশিত হয়। দেহের যৌন অঙ্গের পরিবর্তন তাদের মনোজগতে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। যৌন চেতনার ফলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়। যৌন কৌতূহল থেকে যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে জানার আগ্রহও দেখা যায়।

যৌন কৌতূহলকে নিবৃত্ত করার জন্য এই সময় পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তারা যাতে কোনো অশ্লীল বই, ছবি বা পর্নোগ্রাফি থেকে যৌনশিক্ষা লাভ না করে সে কারণেই উপযুক্ত যৌনশিক্ষা প্রয়োজন।

● ***(x) জীবনদর্শনের চাহিদা (Need for a philosophy of life) :*** নৈতিক বিকাশের ফলে কৈশোরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জীবনদর্শনের চাহিদা দেখা যায়। এই সময় তাদের অহম্ সত্তার বিকাশ ঘটে। তাই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানার প্রবণতা তৈরি হয়। এই প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে নতুন জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা জীবনের যে-কোনো ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয় করে।

কৈশোরে যাতে উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে ওঠে সেজন্য পরিবার এবং বিদ্যালয়ের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সহানুভূতি প্রয়োজন। এই সময় তাদের দেশ-বিদেশের বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী পাঠের সুযোগ দিতে হবে। তারা যাতে আধুনিক সমাজের উপযুক্ত প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে তাদের নানাভাবে সাহায্য করতে হবে। উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারলেই তারা সুচরিত্রের অধিকারী হবে।

■ কৈশোরের সমস্যা (Problems of Adolescence) ঃ

কৈশোরে ছেলেমেয়েরা উন্নত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাদের মধ্যে যে চাহিদাগুলি দেখা যায় সেগুলি যদি সঠিকভাবে পরিতৃপ্ত না হয় তাহলে এই চাহিদাগুলিকে কেন্দ্র করে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কৈশোরের এই চাহিদাগুলি পরিতৃপ্তির উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা নেই। উপরন্তু তাদের প্রতি আছে সমাজের নিষ্ঠুর উপেক্ষা ও অবহেলা। একদিকে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো সমাজের বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে সমাজের নিষ্ঠুর উপেক্ষা—এই দুটি বিপরীত শক্তির সংঘাতের ফলে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং তাদের মানসিক জগতে এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ফলে দেখা দেয় নানারকম সমস্যা। কৈশোরে সাধারণত যে সমস্যাগুলি দেখা দেয় সেগুলি নিম্নরূপ—

(i) কৈশোরে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হলে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা এই সংঘাত এড়িয়ে চলার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করে।

(ii) কৈশোরের ছেলেমেয়েরা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যখন খাপ খাইয়ে নিতে পারে না তখন তারা তাদের অক্ষমতার গ্লানিকে দূর করার জন্য অনেক সময় দিবাস্বপ্ন কিংবা অলীক কল্পনার আশ্রয় নেয়। অতিরিক্ত মাত্রায় দিবাস্বপ্নের প্রবণতা দেখা দিলে তারা বাস্তববিমুখ হয়ে পড়ে এবং অবাস্তব কল্পনার জগতে বিচরণ করে তাদের অতৃপ্ত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করে।

(iii) পিতামাতা বা বয়স্কদের আচরণে তারা যদি দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার অভাববোধ করে তাহলে তাদের মধ্যে নানারকম আচরণমূলক বৈষম্য দেখা দেয়। অনেক সময় এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তারা বাড়ি থেকে পালিয়েও যায়। এই সময় গৃহ পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করা তার কাছে একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।